বনের রাজা
টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ভাষান্তর

মুকুল গুহ

পুনশ্চ

জঙ্গলের নতুন অতিথি

টারজানের গল্প বলতে হলে, আফ্রিকার গল্প বলতে হয়। আফ্রিকার গল্প বলতে হলে ঘন জঙ্গলের গল্প বলতে হয়। তাই টারজান, আফ্রিকা আর ঘন জঙ্গল মিলে এক অকল্পনীয় রহস্যের গল্প তৈরি হয়ে যায়।

এমন ঘন জঙ্গল যে লম্বা লম্বা গাছ আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে আলোর কণাও কোথাও কোথাও মাটিতে পৌঁছয় না। দিন আর রাত্তির সেখানে আলাদা করে চেনা যায় না।

- কিন্তু ঘন জঙ্গল হলেও সেই জঙ্গলে ফুল ফোটে। নানা রঙের নানান ধরনের ফুল ফোটে। সরস ফলে ভর্তি হয়ে থাকে জঙ্গলের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত। পাশেই সমুদ্র থাকার ফলে, সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য রহস্যময় জগতের সৃষ্টি হয়। যেখানে সমুদ্র নেই সেখানে নদী আছে, খরস্রোতা নদী, আবার কোথাও কোথাও আছে পাহাড়।

সেই জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে সমতলে, উপত্যকায় বাস করে অসংখ্য জন্তু জানোয়ার, বিষধর সাপ, সরীসৃপ। গোটা দেশটা যেমন আলাদা সুন্দর। তেমনিই আলাদা ভয়ংকরও বটে।

এইসব জঙ্গলে আরও এক ধরনের জন্তু বসবাস করে। লেজহীন বাঁদর বলতে যা বোঝায় ওরা তাই। ঠিক গরিলা নয়, তবে গরিলার মতই দেখতে বটে। সেগুলো দল বেঁধে বাস করে। ওরা গাছের ডালে ডালে লাফায়। ঝাঁপাঝাপি করে। সেই ভাবেই জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়। ওগুলোর শরীরে অসম্ভব শক্তি। গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে বটে কিন্তু মাটিতে দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও পারে। তবে হাঁটার সময়ে মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে রাখে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে এরকমই একটি লেজহীন বাঁদরের দল যাদের গরিলা বলাই ভাল, একদিন খেলা করছিল। ডালে ডালে নাচানাচি করছিল, কিচির মিচির করে গান গাইছিল। এই দলটির নেতা যে সে একটা দৈত্যবিশেষ। বিশাল লম্বা খুব ক্ষমতাবান,

ভীষণ জোর গায়ে। চাউনিটাই এমন যে দলের অন্যান্যরা তার চোখাচোখি চাইতেও ভয় পায়। আগুনের ভাটার মতন চোখ। ওর নাম কুরচুক। কুরচুক এমন ভয়ংকর যে কারও ওপরে রেগে গেলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে একেবারে মেরে না ফেলা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। হম্বিতম্বি করতেই থাকবে। শান্ত হবে না কিছুতেই।

যেদিনকার গল্প সেদিনটিতে কি একটা কারণে কুরচুক রেগে আগুন হয়ে ছিল। কেউ বুঝতে পারছিল না কেন কুরচুক এতটা রেগে আছে। কিন্তু কুরচুক দলের মধ্যে এসে দাঁড়ানো মাত্র সকলেই বুঝতে পারল যে রাগে কুরচুক গরগর করছে। সকলেই চেষ্টা করল কুরচুকের সামনে থেকে সরে পড়তে। একটা বুড়ো গরিলা সরে যেতে পারল না। কুরচুকের সামনে পড়ে গেল। কুরচুক তাকে হাতের কাছে পেয়ে ঘাড়টা এমনভাবে মটকে দিল যে বুড়োটা চিৎকার করে ওঠার আগেই মারা গেল। কুরচুক তারপর বুড়োটাকে পাথরের ওপরে এমন জোরে আছড়ে ফেলল যে বুড়োটার মাথা চৌচির হয়ে ভেঙে ঘিলু পর্যন্ত চারপাশে ছিটকে গেল। ব্ল্যাকি নামে একটি মা গরিলা তার বাচ্চাটাকে কোলে করে বসেছিল এক জায়গায়। বোকা সেই মা গরিলাটা বাচ্চাটার জন্য ফল খুঁজছিল বলে খেয়ালই করে নি আশেপাশে কি ঘটছে। হঠাৎ সে কুরচুকের সামনে পড়ে গেল। কুরচুক ভাবল এতবড় সাহস, সর্দারের সামনে এসেছে অথচ ভয় পাচ্ছে না। রেগে কাঁই হয়ে কুরচুক একটা জোর ঘুষি মারল মা গরিলাটাকে। মা গরিলাটা সেই ভয়ংকর ঘুষি এড়িয়ে এক লাফে গাছের ওপরে উঠে গেল। মা গরিলাটা নিজেকে বাঁচাতে পারল ঠিকই কিন্তু বাচ্চাটা ওই হঠাৎ ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল নিচের একটা পাথরের ওপরে। পাথরের ওপরে পড়ে বেচারা বাচ্চাটা থেঁতলে মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ব্ল্যাকিও আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বাচ্চাটার শব কোলে নিয়ে চিৎকার করতে থাকে। সর্দার শয়তান কুরচুকের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই সেদিকে।

বিকেল বেলার দিকে কুরচুক তার দলের সব গরিলাদের বলল,—'তৈরি হয়ে নাও, সমুদ্রের ধারে যেতে হবে এক্ষুনি।' সর্দারের আদেশ শুনে অগত্যা সবাইকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতেই হল। ওদের যাওয়াটা অবশ্য মাটিতে হেঁটে নয়। গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে। সবাই যাচ্ছিল বটে সেদিকে, কিন্তু সকলেই মুখ গোমড়া করে, কারণ ব্ল্যাকির কষ্টে ওরা সকলেই কষ্ট পেয়েছে। ব্ল্যাকিকেও ওদের সঙ্গ নিতে হল। ব্ল্যাকির স্বামী ট্যাবলো বারবার ব্ল্যাকিকে বলছিল বাচ্চাটার মরা শরীরটা ফেলে দিতে। কিন্তু ব্ল্যাকি কিছুতেই সেটা করতে পারছিল না। বারবার মুখ ছুঁইয়ে মরা বাচ্চাটাকে আদর করছিল আর অন্যমনস্ক হয়ে বসে পড়ছিল। ব্ল্যাকিকে ছেড়েই অন্য সবাইকে তাই এগিয়ে যেতে হল। ব্ল্যাকি পিছনেই পড়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে গরিলাদের দলটা একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেল। পাহাড়টা সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁষে। কুরচুক সবাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

পাহাড়টার উলটোদিকে পৌঁছেই ওরা একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। কুরচুক আগে অনেকবার কুঁড়েঘরটা দেখেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্যও করেছে। কিন্তু সাহস পায়নি এগিয়ে গিয়ে দেখতে। কুঁড়ে ঘরটা দেখলেই কেমন যেন ভয়ে শিউরে ওঠে কুরচুক।

কুরচুক দেখেছে কুঁড়েঘরটাতে ওদের মতনই একজন বাস করে। চামড়াটা সাদা। সাদা দেখলেই ভয় পেয়ে যায় কুরচুক। ভয় পাওয়ার কারণ ওই সাদা জন্তুটার হাতে সব সময়েই একটা কালো লাঠি থাকে। কোনও জন্তু কুঁড়েঘরটার কাছাকাছি গেলেই সেই লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সাদা জন্তুটা কি একটা শব্দ করে আর তাতেই জন্তুটা মরে যায়।

কুরচুকের খুব ইচ্ছে ওই কালো লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার দেখে। চোখের সামনে চেপে ধরে ওই সাদা জন্তুটার মতনই শব্দ করে ওঠে। কুরচুকের ইচ্ছে ঘরটার ভেতরে গিয়ে দেখার। কি আছে ঘরটার ভেতরে। কিন্তু সাহস করে কাছে ঘেঁসতে পারে না সে।

পাহাড়ের ওপরটায় উঠে কুরচুক একমনে কুঁড়েঘরটাকে দেখতে থাকে।

আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে কুঁড়েঘর একটা। সেই ঘরে সাদা চেহারার জন্তু থাকে একজন। কুরচুক ভাবে গরিলা। ও নিজে যা তার বেশি ভাবতে পারে না সে। আসলে সাদা চামড়ার একজন মানুষ বাস করে সেই কুঁড়েঘরটায়।

লোকটা কে?

জাহাজ জুড়ে বিদ্রোহ

১৮৫৮ সালে আফ্রিকায় অভিযান করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের সরকার খবর পাচ্ছিল যে অন্য আরও দু'একটি দেশও আফ্রিকাতে অভিযান করার জন্য তৈরি হচ্ছে। যারাই আগে পৌঁছবে তারাই অধীকৃত অঞ্চলে রাজত্ব করবে। ফলে সব খবরাখবর নেওয়ার জন্য একটা জাহাজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইংলণ্ড।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের সরকার ঠিক করল জন ক্লেটনকে। লম্বা, শক্তিশালী যুবক ক্লেটন। সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিল একসময়ে। খুবই পরিশ্রমী। নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করে বলে খ্যাতি হয়েছে। খুব দ্রুত অবস্থার পর্যালোচনা করে আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সবচেয়ে বড় গুণ ক্লেটন বিপদকে বিপদ বলে মনেই করে না। বিপদের মুখে ঝাঁপানোতেই যত আনন্দ ক্লেটনের।

ক্লেটন নিজে উচ্চাভিলাষী বলে এতবড় কাজের দায়িত্ব পেয়ে খুবই সম্মানিত বোধ করল। খবরটা বাড়িতে

দেওয়ার জন্য ওর তর সইছিল না। কথাবার্তা শেষ হতেই ছুটে চলে গেল বাড়িতে। স্ত্রী এলিসকে জানাল সুখবরের কথাটা। বলল—'এলিস, বিরাট একটা খবর এনেছি তোমার জন্য।'

—'কি খবর।' জনকে আনন্দে আত্মহারা দেখে সেও খুশি হয়ে উঠল।

—'আফ্রিকাতে বিশেষ গোপনীয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।'

খবরটা শুনে কিন্তু মন খারাপ হল এলিসের। বলল,

—'তার মানে, তোমাকে একাই যেতে হবে।'

উত্তেজনার মাথায় জন ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। এলিস বলতেই খেয়াল হল তার যে এলিসকে রেখে যেতে হবে ওই বিপজ্জনক অভিযানে। কিন্তু এলিসকে ছেড়ে আফ্রিকাতে যাবে কি করে সে।

আবার এলিসকে সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যায় না। ঘন জঙ্গল, শ্বাপদ, হিংস্র সব জন্তু জানোয়ার ভয়ংকর বিপজ্জনক অভিযান। না, এলিসকে ওই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে না সে।

কিন্তু এলিস নাছোড়বান্দা। সে ওর সঙ্গে আফ্রিকাতে যেতে চায়। জন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি কিছু দিতে পারল না। দিতে চাইল না একেবারেই।

পরিবারের সকলে তখন গোল হয়ে আলোচনায় বসল যে জনের সঙ্গে বিপদসঙ্কুল আফ্রিকা অভিযানে এলিসের যাওয়া উচিত হবে কি না। কেউ বলল এলিসকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। তার কারণ কতদিনের জন্য যে সে যাচ্ছে তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউ কেউ বলল, এলিসকে সঙ্গে নিয়ে আফ্রিকাতে যাওয়ার চিন্তা করাটাও অন্যায়। ভয়ংকর একটা দেশ। জলজঙ্গলে হিংস্র সব শ্বাপদ সরীসৃপ ভর্তি। প্রত্যেক মুহূর্তে জীবন হাতে করে চলতে হবে। শুধু এলিসের জন্যই হয়ত জনকে তার জীবন বিপন্ন করতে হবে। জন যেন এরকম বোকামি করার কথা চিন্তাও না করে। কিন্তু এলিসের সেই এক গোঁ। জন চলে গেলে একা একা ইংলণ্ডে পড়ে থাকতে চায় না সে। অগত্যা শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ওরা দুজনেই যাবে। যখন ঠিক হল যে দুজনে এক-সঙ্গেই যাবে তখন যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হল। অজানা অচেনা বিপদশঙ্কুল জায়গায় যাচ্ছে, জিনিসপত্র ভেবে চিন্তে সঙ্গে নিতে হবে। যাই হোক সপ্তাহখানেকের মধ্যেই নির্দেশ এল যে ওদের জাহাজ তৈরি। জাহাজের গন্তব্য স্থল আফ্রিকার 'ফ্রি টাউন' বন্দরে। সময়টা ১৮৫৮ সালের মে মাস।

জাহাজটির নাম 'আলেকজাণ্ডার'। ইংলণ্ডের ডোভার বন্দর থেকে জাহাজটি রওয়ানা হয়ে গেল। তখনকার জাহাজ তো এখনকার মতন নয়। তখন জাহাজ চলত পালের সাহায্যে। বাতাসের গতি অনুসারে চালানো হত জাহাজ। গভীর সমুদ্রে ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলল জাহাজ।

মাসখানেক চলার পর 'আলেকজাণ্ডার' পৌঁছল 'ফ্রি টাউন' বন্দরে। এই বন্দর থেকেই ওদের আফ্রিকার ভেতরে যাওয়ার জন্য অন্য জাহাজে উঠতে হবে। ওরা ভেবেছিল হয়ত অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা একটা জাহাজ পেয়ে গেল। জাহাজটার নাম 'ফুওয়ালডা'।